

ঘোষণা

আমি দেবাঙ্গনা বিশ্বাস (Registration No: Ph.D/Beng.(1740)/1805/R-2023)
‘কমলকুমার মজুমদারের কথাসাহিত্য : মানবজীবনের বহুমাত্রিক অন্বেষণ’ শিরোনামে একটি
গবেষণা অভিসন্দর্ভ রচনা করেছি। অভিসন্দর্ভটি প্রফেসর ড. মঞ্জুলা বেরা মহাশয়ার
তত্ত্বাবধানে রচিত হয়েছে। এই গবেষণাপত্রের কোনো অংশই অন্য কোনো উপাধির জন্য
দাখিল করা হয়নি। এটি আমার স্বরচিত এবং মৌলিক রচনা।

দেবাঙ্গনা বিশ্বাস

(দেবাঙ্গনা বিশ্বাস)

গবেষক

বাংলা বিভাগ

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা বিভাগ



উত্তর বঙ্গ বিশ্ব বিদ্যালয়
দার্জিলিং ৭৩৪০১৩। পশ্চিমবঙ্গ। ফোন ০৩৫৩-২৫৮০১৮৯
dept.bengalinbu@gmail.com

রেফারেন্স নম্বর

‘সমানো মনঃ সমিতি সমানী’
Accredited by NAAC With grade B++

তারিখ

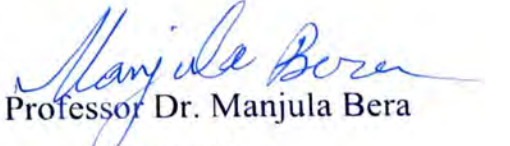
CERTIFICATE

This is to Certify that Debangana Biswas has prepared her Ph.D. thesis entitled ‘কমলকুমার মজুমদারের কথাসাহিত্য : মানবজীবনের বহুমাত্রিক অন্বেষণ’ under my supervision for the Ph.D. degree of the University of North Bengal. She has fulfilled the requirements of the University rules and regulations in preparing the said thesis.

I further certify that her thesis has not been submitted in this form to any other University or Institution previously for Ph.D. degree. To the best of my knowledge, it is an original work with sufficient academic merit and fit to be adjudicated for the Ph.D. degree by the University of North Bengal.

Date :

15/04/2024


Professor Dr. Manjula Bera
Supervisor

Department of Bengali
University of North Bengal

Professor
Department of Bengali
University of North Bengal



The Report is Generated by DrillBit Plagiarism Detection Software

Selected Language

Bangla

Submission Information

Author Name

Debangana Biswas

Title

কমলকুমার মজুমদারের কথাসাহিত্য : মানবজীবনের বহুমাত্রিক অন্বেষণ

Paper/Submission ID

1630524

Submitted by

nbuplg@nbu.ac.in

Submission Date

2024-04-12 12:37:36

Document type

Thesis

Result Information

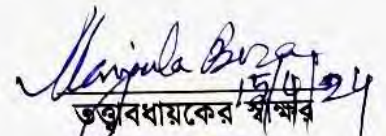
Similarity

0%

A Unique QR Code use to View/Download/Share Pdf File



Debangana Biswas.
গবেষকের স্বাক্ষর


তত্ত্বাবধায়কের স্বাক্ষর
Professor
Department of Bengali
University of North Bengal

নিবেদন

বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় শাখা হল কথাসাহিত্য। আধুনিক যুগের এই সৃষ্টি বাঙালির জীবনে এনেছিল এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি। বাঙালি উপন্যাস, গল্প ও ছোটগল্পের মধ্য দিয়ে মানবজীবনকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তুলে ধরেছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের হাত ধরে উপন্যাস পেয়েছিল সার্থকতা, আর ছোটগল্পকে বাংলা ভাষায় যথাযোগ্য করে তুলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তারপর থেকেই নানা বৈচিত্র্যের সম্ভারে বাংলা সাহিত্য ভাঙার ফুলে-ফেঁপে উঠেছে। মানবজীবনের সঙ্গে মিশে গেছে সমাজ, রাজনীতি, ধর্ম, সংস্কৃতি সবই। এই বৈচিত্র্যের মাঝে নিজের স্বাতন্ত্র্য নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন কমলকুমার মজুমদার (১৯১৪-১৯৭৯)। রবীন্দ্র যুগে তাঁর জন্ম এবং রবীন্দ্র যুগের শেষ অধ্যায়ে তিনি প্রবেশ করেছিলেন সাহিত্য জগতে। কিন্তু তারপরেও তাঁর উপর রবীন্দ্র প্রভাব ততখানি স্পষ্ট হয়নি, যতটা হয়েছিল অন্যান্য কথাসাহিত্যিকদের ক্ষেত্রে। কিছু ক্ষেত্রে আদর্শগত মিল ছাড়া প্রায় সবক্ষেত্রেই তিনি রবীন্দ্রনাথের বিপরীত পথই অনুসরণ করেছেন। এমনকি রবীন্দ্রনাথ সৃষ্ট যে সাহিত্যভাষাকে সবাই আপন করে নিয়েছিল, কমলকুমার তা ব্যবহার করেননি। তিনি খানিকটা বঙ্কিমী এবং মিশনারি ধারার অনুসরণে তৈরি করেছিলেন একটি সম্পূর্ণ নতুন ধরনের ভাষা। কমলকুমার মজুমদার তাঁর এই কথাসাহিত্যে নানা শ্রেণির, নানা মানসিকতার মানুষের কথা বলেছেন নিখুঁতভাবে। নারীবাদ থেকে শুরু করে সমকামিতা— যা বর্তমান যুগে আলোচনার মুখ্য বিষয় তা বিংশ শতকের মধ্যভাগে কমলকুমারের গল্পের বিষয় হিসেবে স্থান পেয়েছিল। তাঁর লেখায় মানবজীবনের এই বহুমাত্রিকতাকে আমরা ছ’টি অধ্যায়ে বিভাজিত করে আলোচনা করেছি।

আমার গবেষণা পর্বে বিষয় নির্বাচন থেকে শুরু করে, অধ্যায় বিভাজন, গ্রন্থপঞ্জি ও তথ্যসূত্র রচনার পদ্ধতি এবং যাবতীয় আলোচনাকে অসীম গুরুত্ব দিয়ে পথপ্রদর্শন করেছেন আমার শ্রদ্ধেয় তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. মঞ্জুলা বেরা মহাশয়া। তাঁর অনবরত উৎসাহ দান আমাকে সাহস জুগিয়েছে এই বিষয়টিকে বেছে নেওয়ার এবং গবেষণাকর্মকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে। গবেষণা অভিসন্দর্ভটির শিরোনাম নির্বাচনের ক্ষেত্রে এবং প্রতিটি অধ্যায়ের শিরোনাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে তাঁর বিবেচনা এবং দিগদর্শনের মাধ্যমে তিনি আমাকে অনবরত

সাহায্য করে গেছেন। তাঁর সাহায্য ব্যতীত এই গবেষণাকর্মটির পরিণতি দান আমার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। ফলে তাঁর প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এবং সশ্রদ্ধ প্রণাম। এছাড়া উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য অধ্যাপক-অধ্যাপিকাগণ নানা সময়ে নানা উপদেশ দিয়ে আমায় সাহায্য করেছেন, ফলে তাঁদের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ।

অধ্যাপক ড. হিরণ্ময় গঙ্গোপাধ্যায়ের গবেষণা অভিসন্দর্ভ এবং বই *কমলকুমার মজুমদার: জীবন ও সাহিত্য* ছাড়া এই গবেষণাকর্মটি অপূর্ণ রয়ে যেত। তাঁর গবেষণার মাধ্যমে এবং সামাজিক মাধ্যমের দ্বারা কমলকুমার মজুমদার সম্বন্ধে যে অজ্ঞাত তথ্যগুলি আমাদের কাছে সহজলভ্য হয়েছে, তা-ই আমাকে অনেকাংশে সাহায্য করেছে কমলকুমারের লেখার নানা জটিলতাকে কাটিয়ে উঠতে। ফলে তাঁর প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

গবেষণা অভিসন্দর্ভটি রচনাকালে নানা তথ্য সংগ্রহের জন্য আমি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারটি ব্যবহার করেছি। ফলে গ্রন্থাগারের সকল কর্মীর প্রতি আমার শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতা। সেই সঙ্গে আমার পরিবারের প্রতিটি সদস্য আমার গবেষণাকর্ম চলাকালীন আমাকে যে অকুপণ মানসিক শক্তি জুগিয়েছেন, তার জন্য আমি তাদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকবো।

দেবাঙ্গনা বিশ্বাস

(দেবাঙ্গনা বিশ্বাস)

গবেষক

বাংলা বিভাগ

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়